

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নবীদের দাওয়াত কেমন ছিলো

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সেলিনা আক্তার সুমি

রোলঃ 23090120073

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নবীদের দাওয়াত কেমন ছিলো

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সেলিনা আক্তার সুমি

রোলঃ 23090120073

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ নবীদের দাওয়াত কেমন ছিলো ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সেলিনা আক্তার সুমি, আইডিঃ 23090120073 বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধানেঃ

মাওঃ আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ নবীদের দাওয়াত কেমন ছিলো ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

সেলিনা আক্তার সুমি

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

আইডিঃ 23090120073

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা.....	5
অধ্যায়-১: নবী রাসূলগণের পরিচয়.....	7
১'১:- আল কুরআনের আলোকে নবী রাসূলগণের পরিচয়	7
১'২:- হাদিসের আলোকে নবী রাসূলগণের পরিচয়	8
১'৩:- নবী রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য।	8
১'৪:- নবীগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য	9
অধ্যায় ২-দাওয়াত	10
২'১ দাওয়াত পরিচিতি.....	10
২'২ দাওয়াতের আলোচ্য বিষয়	11
২'৩ দাওয়াতে দিনের প্রচার ও পদ্ধতি	11
২'৪ দাওয়াতের পরিধি	12
অধ্যায় ৩ পূর্ববর্তী নবীগণের দাওয়াত।.....	14
৩'১:- হযরত ইউসুফ (আ.) এর দাওয়াত	14
৩'২:-হযরত সুলাইমান (আ) এর দাওয়াত	15
৩'৩:-হযরত মুসা (আ) এর দাওয়াত	15
৩'৪:- হযরত নুহ (আ) এর দাওয়াত	17
৩'৪:-হযরত লুথ (আ) এর দাওয়াত	17
৩'৫:- হযরত সালেহ (আঃ) এর দাওয়াত.....	18
৩'৬:- হযরত শো'আয়েব (আঃ)এর দাওয়াত	20
অধ্যায়-৪ হযরত মুহাম্মদ সাঃ এর দাওয়াত.....	21
৪'১:-হিজরতের পূর্ববর্তীকালীন দাওয়াত.....	22
৪'২:-হিজরতের পরবর্তীকালীন দাওয়াত	23
৪'৩:-বিদায় হজ্বের দাওয়াত সম্পর্কে হযরত মুহাম্মদ সাঃ এর নির্দেশনা।	24

উপসংহার	26
---------------	----

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রহিম।

মহান আল্লাহ সারাজাহান সৃষ্টি করেছেন ও আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানবজাতিকে শুধু সৃষ্টি করেই ছেড়ে দেন নাই বরং তিনি ভালো-মন্দ বোঝার জন্য তাদের এদের জন্য যুগে যুগে অসংখ্য নবী ও রাসুল পাঠিয়েছেন কোন কোন নবীদের নিকট মহান আল্লাহ কিতাব ও সহিফা পাঠিয়েছেন আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু সাল্লাম এর উপর মানুষকে হেদায়েতের জন্য দান করেছেন জীবন বিধান আল-কোরআন দরুদ ও সালাম সে মহান নবীর উপর যিনি সকল যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ দায় আল্লাহর পথে দাওয়াতকারী হিসেবে অতঃপর সেই সমস্ত নবী ও রাসুলের পর যুগে যুগে আল্লাহর দিনে প্রচারের আত্ম নিয়োগ করেছেন। অতঃপর সেই সমস্ত মুমিনদের উপর দোয়া যারা যুগে যুগে আল্লাহর দিন প্রচারের আত্মনিয়োগ করেছেন আর যারা কিয়ামত অবধি তা করবেন। কুরআনুল কারীমে বলা হয়,

حَاقَتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ
অর্থ: আল্লাহর ইবাদত কর তাগুদকে বর্জন করো, এ নির্দেশ দিয়ে আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রসুল পাঠিয়েছি। (সূরা-১৬, নাহল-৩৬)

বিভিন্ন যুগে ও সমাজের নাম জানা-অজানা অসংখ্য নবী রাসুল এই দাওয়াত নিয়েই আগমন করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ

অর্থ: "হে নবী! আমি তো তোমাকে সত্য দাওয়াত সহ প্রেরণ করেছে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। এমন কোন সম্প্রদায় নেই যাদের নিকট সতর্ককারী প্রেরিত হয় নাই। (সূরা ৩৫, ফাতির-২৪)"

মহান আল্লাহ বলেন,

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا >

অর্থ:"রসূলগণকে সুসংবাদ বাহী ও সাবধানকারী হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছিল যাতে রসূলগণ আসার পর আল্লাহর বিরুদ্ধে মানুষের কোন অভিযোগ না থাকে। (সূরা ৪, নিসা-১৬৫)

সুতরাং ইসলামী দাওয়াত মানব সভ্যতার মতো প্রাচীন চিরন্তন ও সাসত্য এটা ফিতরাতে দাওয়াহ। তথা মানব স্বভাবসুলভ নিয়মিনীতি বা দাওয়াত।

দাওয়াত প্রসঙ্গে কোরআন মজিদের স্পষ্ট ঘোষণা :-

حَوْلَتَكُمْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

অর্থ: “তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান জানাবে, সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে। আর তারাই সফলকাম।”(সূরা-৩, আলে ইমরান-১০৪)

এজন্য মহানবী সাঃ বিদায়ী ভাষনে বলেছিলেন,

> عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "يَلْغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً"

অর্থ:"একটি আয়াত হলেও আমার পক্ষ থেকে পৌঁছে দাও।"

নবী-রাসূলগণের দাওয়াতের মূল কথা ছিল "আল্লাহকে একমাত্র রব ও ইলাহ হিসেবে মেনে নাও, আল্লাহর মুসলিম হয়ে যাও।" আর সেই অনুসারেই এর জীবন পরিচালিত করো, তোমাদের জন্য কল্যাণকর। এভাবে পরকালের সফলতা লাভ কর আর আল্লাহর দ্রোহী সকল নেতৃত্বকে প্রত্যাখ্যান কর।

অধ্যায়-১: নবী রাসূলগণের পরিচয়

নবী-রাসূলগণ হলেন আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত সেইসব মানুষ, যারা পৃথিবীতে আল্লাহর বার্তা প্রচার এবং মানুষের কাছে সঠিক জীবনধারার আদর্শ তুলে ধরেন। প্রথম নবী ছিলেন আদম (আ.) এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হলেন হযরত মুহাম্মদ (সা.)। কুরআনে ২৫ জন নবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন নূহ, ইব্রাহিম, মূসা, এবং ঈসা (আ.)।

নবী-রাসূলগণের পরিচয়

- **সংজ্ঞা:** নবী-রাসূলগণ হলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত ব্যক্তি, যারা তাঁর বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেন এবং তাদের সঠিক পথে পরিচালিত করেন।
- **দায়িত্ব:** তাঁদের প্রধান দায়িত্ব হলো একত্ববাদের শিক্ষা প্রচার করা এবং আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলার জন্য মানুষকে উৎসাহিত করা।
- **প্রথম নবী:** ইসলামের বিশ্বাস অনুযায়ী, প্রথম নবী ছিলেন হযরত আদম (আ.), যিনি একই সাথে মানবজাতির প্রথম মানুষও ছিলেন।
- **সর্বশেষ নবী:** হযরত মুহাম্মদ (সা.) হলেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, যিনি পূর্ববর্তী নবীগণের মিশন সম্পন্ন করতে এসেছিলেন।
- **কুরআনে উল্লেখিত নবী:** কুরআনে ২৫ জন নবীর নাম উল্লেখ আছে, যার মধ্যে নূহ, ইব্রাহিম, মূসা, ঈসা এবং আরও অনেকে অন্তর্ভুক্ত।
- **তাঁদের ভূমিকা:** নবী-রাসূলগণ হলেন মানবজাতির জন্য আদর্শ স্থাপনকারী, যাদের জীবন অনুসরণ করে মানুষ সঠিক পথে চলতে পারে।

১'১:- আল কুরআনের আলোকে নবী রাসূলগণের পরিচয়

আল কুরআনের আলোকে নবী-রাসূলগণ হলেন আল্লাহর মনোনীত পুরুষ, যারা তাঁর বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে এবং আদর্শ মানবজীবন গঠনে দিকনির্দেশনা দিতে পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছিলেন। তাদের মূল শিক্ষা ছিল একত্ববাদ (তাওহিদ), আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত জীবনব্যবস্থা (দীন) এবং নৈতিক আচরণবিধি (আখলাক) সম্পর্কে মানুষকে জানানো। কুরআনে ২৫ জন নবীর নাম উল্লেখ আছে, যার মধ্যে হযরত আদম (আ.) প্রথম এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী।

১'২:- হাদিসের আলোকে নবী রসূলগণের পরিচয়

হাদিসের আলোকে, নবী-রাসূলগণ হলেন আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত মানুষ, যারা মানুষকে সঠিক পথ দেখাতে এবং আল্লাহর বার্তা প্রচার করতে পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছেন। তাঁদের প্রধান পরিচয় হলো তাঁরা আল্লাহর বান্দা, পুরুষ এবং নিষ্পাপ। রাসূল হলেন তিনি যাকে নতুন শরীয়তসহ পাঠানো হয়েছে, আর নবী পূর্ববর্তী রাসূলের শরীয়ত প্রচার করেন।

১'৩:- নবী রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য।

নবী-রাসূল প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষকে আল্লাহর সঠিক পরিচয় জানানো, তাঁর ইবাদত ও বিধান শেখানো, এবং পরকালীন জীবনের সুসংবাদ ও সতর্কবার্তা দেওয়া। এর মাধ্যমে মানবজাতিকে শয়তানের পথ থেকে ফিরিয়ে সঠিক পথে, তথা ইসলামের পথে পরিচালিত করা হয়, যেন তারা দুনিয়া ও আখেরাতে শান্তি ও সফলতা লাভ করতে পারে।

নবী-রাসূল প্রেরণের প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ:

- আল্লাহর পরিচয় ও একত্ববাদ প্রচার: মানুষকে মহান আল্লাহর পরিচয় দেওয়া এবং তাঁর একত্ববাদের (তাওহীদ) উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে আহ্বান জানানো।
- আল্লাহর বাণী ও বিধান পৌঁছে দেওয়া: আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া কিতাব ও শরীয়ত মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং তা ব্যাখ্যা করা।
- ইবাদত ও ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া: আল্লাহকে কীভাবে ইবাদত করতে হবে এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিধি-বিধান অনুসরণ করতে শেখানো।
- পরকালীন জীবনের ধারণা দেওয়া: মানুষকে পরকালে জবাবদিহিতা এবং পুরস্কার বা শাস্তির কথা জানিয়ে সতর্ক করা।
- আত্মশুদ্ধি অর্জন: মানুষকে কুচিন্তা, কুপ্রবৃত্তি ও শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে মুক্ত করে আত্মশুদ্ধি অর্জনে সাহায্য করা।
- সঠিক পথপ্রদর্শন: যখন মানুষ বিপথগামী হয় এবং আল্লাহর বিধান অমান্য করে, তখন নবী-রাসূলগণ তাদের সঠিক পথে পরিচালিত করেন।

নবীগণের প্রধান দায়িত্ব হলো মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করা। এর মধ্যে রয়েছে তাওহিদ (আল্লাহ এক) এর শিক্ষা দেওয়া, আল্লাহর বাণী ও কিতাব মানুষকে জানানো, আত্মশুদ্ধি ও নৈতিকতা শেখানো, এবং সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করা। তাঁরা মানুষকে আল্লাহর ইবাদত, তাঁর বিধি-বিধান, এবং পরকাল সম্পর্কে অবগত করার জন্য ঐশ্বরিক বার্তা মধ্যস্থতাকারী হিসেবে পৌঁছে দেন।

নবীগণের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য:

• **আল্লাহর বাণী ও কিতাব শিক্ষা দেওয়া:**

- নবীগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ কিতাবের বিষয়বস্তু মানুষকে শেখান।
- তাঁদের অন্যতম প্রধান কাজ হলো আল্লাহর বাণী মানুষের কাছে পৌঁছানো।

• **তাওহিদের শিক্ষা দেওয়া:**

- সকল নবী ও রাসুল তাদের উম্মতকে আল্লাহর একত্ববাদ (তাওহিদ) শেখানোর দায়িত্ব পালন করেছেন।
- তাঁরা মানুষকে শিরক বা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে অংশীদার করা থেকে নিষেধ করতেন।

• **সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ:**

- নবীগণ তাদের উম্মতকে সৎকাজের নির্দেশ দিতেন এবং মন্দ বা অসৎ কাজ থেকে বারণ করতেন।

• **আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক শিক্ষা:**

- তাঁরা মানুষকে আত্মিক ও নৈতিকভাবে পরিশুদ্ধ করতে সাহায্য করতেন।
- নবীগণ চারিত্রিক গুণ ও ভালো আচরণের নিয়ম-কানুন শিক্ষা দিতেন।

• **আল্লাহর পথ ও জীবনব্যবস্থা সম্পর্কে জানানো:**

- তাঁরা মানুষকে আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থা (দীন) সম্পর্কে জানাতেন।
- তাঁরা মানুষকে পরকাল এবং আল্লাহর ইবাদতের সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা দিতেন।

• **সন্দেহ নিরসন ও বিতর্ক:**

- অবিশ্বাসীদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া, তাদের সাথে বিতর্ক করা এবং তাদের সন্দেহ নিরসন করাও নবীগণের দায়িত্ব ছিল।

অধ্যায় ২-দাওয়াত

নবীগণের দাওয়াত ছিল প্রধানত এক ও অভিন্ন, যা তাওহিদ (এক আল্লাহতে বিশ্বাস), রিসালাত (আল্লাহর বাণী মানুষের কাছে পৌঁছানো) এবং আখিরাত (পরকালীন জীবনের জবাবদিহিতা) এর উপর কেন্দ্র করে ছিল। এই দাওয়াত মানুষের জীবনকে আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে পরিচালিত করার জন্য একটি সম্পূর্ণ জীবনব্যবস্থা, যেখানে নৈতিকতা, ন্যায়বিচার এবং সামাজিক কল্যাণকে গুরুত্ব দেওয়া হতো।

২'১ দাওয়াত পরিচিতি

নবীগণের দাওয়াত হলো একত্ববাদ (তাওহীদ), রিসালাত, আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থা (দীন), চারিত্রিক উৎকর্ষ (আখলাক) এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করা। সকল নবীই মানুষের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিয়েছেন এবং তার ইবাদতের দাওয়াত দিয়েছেন, যার মূল ভিত্তি ছিল তাওহীদ।

নবীগণের দাওয়াতের মূল বিষয়বস্তু:

- **তাওহীদ:** সকল নবী এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং তাঁর একক উপাসনার দাওয়াত দিয়েছেন।
- **রিসালাত:** আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের কাছে বার্তা পৌঁছে দেওয়া এবং নবী-রাসূলদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান করা।
- **দীন:** আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত জীবনব্যবস্থা সম্পর্কে মানুষকে জানানো এবং সেই অনুযায়ী জীবনযাপন করার আহ্বান করা।
- **আখলাক:** সৎ আচরণ, চারিত্রিক গুণাবলী এবং নৈতিকতার শিক্ষা দেওয়া।
- **ন্যায়বিচার ও সুশাসন:** সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য আদর্শ রাষ্ট্র গঠনের আহ্বান জানানো, যেমনটি কোরআনের এই আয়াতে উল্লেখ আছে: "নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদের প্রেরণ করেছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের সঙ্গে দিয়েছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে" (সূরা হাদিদ, আয়াত: ২৫)।
- **তাকওয়া বা আত্মশুদ্ধি:** আত্মশুদ্ধি এবং নিজের সত্ত্বাকে পরিশুদ্ধ করার শিক্ষা দেওয়া।

নবীগণের দাওয়াতের মূল বিষয়বস্তু ছিল প্রধানত তাওহিদ (আল্লাহর একত্ববাদ) এবং ইবাদত। এছাড়াও, তাঁদের দাওয়াতের মধ্যে রিসালাত (নবুয়ত), আখলাক ও নৈতিকতা, জীবনব্যবস্থা (দিন), রাষ্ট্রব্যবস্থা (সিয়াসত) এবং পরকালে বিশ্বাস অন্তর্ভুক্ত ছিল।

নবীগণের দাওয়াতের মূল বিষয়সমূহ:

- তাওহিদ: আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় এবং তাঁর কোনো শরিক নেই। সকল প্রকার ইবাদত, যেমন – প্রার্থনা, সিজদা, মানত ইত্যাদি কেবল তাঁর জন্যই নির্দিষ্ট।
- রিসালাত: আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত নবী-রাসূলদের উপর বিশ্বাস স্থাপন এবং তাঁদের মাধ্যমে মানুষের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছানোর দাওয়াত।
- ইবাদত: শুধু আল্লাহর উপাসনা করা এবং তাঁরই কাছে আনুগত্যের স্বীকারোক্তি জানানো।
- আখলাক ও নৈতিকতা: উন্নত চারিত্রিক গুণাবলী অর্জন এবং ভালো ব্যবহার ও আচরণ সম্পর্কে শিক্ষাদান।
- জীবনব্যবস্থা (দিন): আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত জীবন ও সমাজ পরিচালনার নিয়ম-কানুন সম্পর্কে মানুষকে জানানো।
- রাষ্ট্রব্যবস্থা (সিয়াসত): একটি সুশৃঙ্খল ও ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্রীয় কাঠামো প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা।
- পরকালে বিশ্বাস: দুনিয়ার জীবন শেষে আরেকটি জীবন আছে এবং সেখানে কৃতকর্মের হিসাব দিতে হবে – এই বিশ্বাস স্থাপন করানো।

নবীগণ দাওয়াত প্রচারে বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন, যেমন - ব্যক্তিগতভাবে প্রচার, গোষ্ঠীগত প্রচার, এবং আলোচনার মাধ্যমে সত্যের বার্তা পৌঁছে দেওয়া। তারা আল্লাহর প্রতি আহ্বান জানাতেন এবং মানুষকে তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন করতেন। নবীগণ এই

দাওয়াত প্রচারে ধৈর্য, ত্যাগ এবং প্রতিকূলতা সত্ত্বেও অবিচল থাকার মানসিকতা দেখিয়েছেন।

নবীগণের দাওয়াত প্রচারের পদ্ধতি

- ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত প্রচার: নবীগণ ব্যক্তিগতভাবে এবং ছোট ছোট দলের মাধ্যমে দাওয়াত দিতেন। তারা তাদের ঘনিষ্ঠজনদের সাথে প্রথম কথা বলতেন এবং পরে তা বৃহত্তর গোষ্ঠীতে ছড়িয়ে দিতেন।
- আলোচনা ও শিক্ষার মাধ্যমে প্রচার: তারা মানুষকে আলোচনা, শিক্ষা এবং উপদেশের মাধ্যমে ইসলামের দিকে আহ্বান জানাতেন। মানুষকে জীবন ও মৃত্যুর উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করাও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল।
- নৈতিকতা ও সততার উদাহরণ: নবীগণ নিজেরা সৎ জীবনযাপন করতেন এবং তাদের নৈতিকতা ও আচরণ অন্যদের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করত। তাদের কাজ এবং কথা একইসাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল।
- প্রতিকূলতা মোকাবিলা: দাওয়াত প্রচারের সময় নবীগণকে অনেক প্রতিবন্ধকতা, অপবাদ, এবং নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। কিন্তু তারা ধৈর্য ধরে নিজেদের দাওয়াতের কাজ চালিয়ে গেছেন।
- ক্রমিক প্রচার: তারা ধাপে ধাপে দাওয়াত দিতেন। প্রথমত, ব্যক্তিগতভাবে এবং পরে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছানোর জন্য ধারাবাহিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতেন।

২'৪ দাওয়াতের পরিধি

নবীগণের দাওয়াতের পরিধি ছিল সর্বজনীন, যা শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট জাতি বা গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং পুরো মানবজাতিকে আল্লাহর একত্ববাদ ও তাঁর নির্দেশনা মেনে চলার আহ্বান জানাতো। এই দাওয়াতের মূল বিষয়বস্তু ছিল ঈমান (আকীদাহ-বিশ্বাস) ও আমল (পালনীয় বিধি-বিধান)। দাওয়াতের পরিধির মধ্যে তাওহীদ, রিসালাত, আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থা সম্পর্কে জানানো, চারিত্রিক গুণাবলী এবং আত্মশুদ্ধির মতো বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল।

দাওয়াতের পরিধি

- **সর্বজনীনতা:** নবীগণ শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট জাতির জন্য প্রেরিত হলেও, তাঁদের দাওয়াতের মূল বার্তা ছিল সমগ্র মানবজাতির জন্য।
- **সসীম নয়:** কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চল বা গোষ্ঠীর মধ্যে দাওয়াত সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তা ছিল বিশ্বব্যাপী।
- **পূর্ববর্তী নবীদের দাওয়াতের সমন্বয়:** সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (সা.) বিশ্বাস করতেন যে পূর্ববর্তী সকল নবীর শিক্ষা ও মিশন একই ছিল এবং তিনি সেগুলোকে একত্রিত করে একটি সার্বজনীন বার্তারূপে উপস্থাপন করেন।
- **প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তর:** মুহাম্মদ (সা.)-এর পর তাঁর উম্মত (মুসলিম সম্প্রদায়) এই দাওয়াতের দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা অব্যাহত রাখার দায়িত্ব পায়।

অধ্যায় ৩ পূর্ববর্তী নবীগণের দাওয়াত।

পূর্ববর্তী নবীগণের দাওয়াতের মূল বিষয় ছিল তাওহীদ (আল্লাহর একত্ববাদ) এবং ইবাদাত। তাঁরা মানুষকে একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করতে, তাঁর পাঠানো জীবনব্যবস্থা (দীন) মেনে চলতে এবং ভালো আচরণ (আখলাক) অনুসরণ করতে আহ্বান জানাতেন। তাঁদের দাওয়াত মূলত নিজেদের উম্মতদের জন্য ছিল, যেখানে মুহাম্মাদ (সাঃ) এর দাওয়াত সমগ্র বিশ্বজগতের জন্য।

৩'১:- হযরত ইউসুফ (আ.) এর দাওয়াত

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর দাওয়াত ছিল ইসলামের মৌলিক নীতি, যা তিনি তাঁর জীবনে বিভিন্ন পর্যায়ে তুলে ধরেছেন। এর মধ্যে রয়েছে:

- একত্ববাদ ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস: তিনি তাঁর দাওয়াতের শুরুতে স্পষ্ট করে বলেছেন যে তিনি সেইসব লোকের ধর্ম পরিত্যাগ করেছেন যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে না এবং আখেরাতে জবাবদিহিতার প্রতি অবিশ্বাসী।
- সঠিক পরিচয়ের উল্লেখ: নিজের অভিজাত বংশের পরিচয় তুলে ধরে তিনি শ্রোতাদের কাছে দাওয়াতের গুরুত্ব দ্রুত প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন।
- অসৎ কাজ বর্জন: তিনি কারাগারে থাকা সহবন্দীদের মিথ্যা, প্রতারণা, এবং ব্যভিচার থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানিয়েছেন, যা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।
- আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা: তিনি নিজের জীবনকে আল্লাহর ইচ্ছার কাছে সঁপে দিয়েছিলেন এবং তাঁর বিপদে-আপদেও আল্লাহর কাছেই সাহায্য চেয়েছিলেন।
- ন্যায় ও ইনসাফ: তিনি যখন ক্ষমতা লাভ করেন, তখন তিনি ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেন এবং জনগণকে সঠিক পথে পরিচালনা করেন।
- সহনশীলতা ও ক্ষমা: তিনি তাঁর ভাইদের দ্বারা নির্যাতিত হওয়ার পরও তাদের প্রতি ক্ষমা ও ভালোবাসা দেখিয়েছেন।

এইভাবে, হযরত ইউসুফ (আ.) তাঁর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দাওয়াতের কাজ করেছেন এবং তাঁর চরিত্র ও কাজের মাধ্যমে ইসলামের বার্তা ছড়িয়ে দিয়েছেন।

৩'২:-হযরত সুলাইমান (আ) এর দাওয়াত

হযরত সুলাইমান (আঃ) আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত ক্ষমতা, যেমন- বায়ু নিয়ন্ত্রণ, জীন ও পশুদের ওপর কর্তৃত্ব, এবং বিশাল রাজ্য পরিচালনার মাধ্যমে তাঁর দাওয়াতকে শক্তিশালী ও সুসংহত করেছেন। তিনি আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে (যেমনটি কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে) এবং আল্লাহর নিয়ামতের জন্য শোকরিয়া আদায় করতেন। তিনি তাঁর দাওয়াতের মাধ্যমে মানুষকে সঠিক পথের দিকে আহ্বান করতেন এবং আল্লাহর ইবাদত ও একত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার নির্দেশ দিতেন।

দাওয়াতের প্রধান দিকসমূহ:

- **আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শুকরিয়া:** তিনি প্রায়ই আল্লাহর নেয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন এবং দোয়া করতেন।
- **ঐশ্বরিক ক্ষমতা ব্যবহার:** তিনি আল্লাহর দেওয়া ক্ষমতা (যেমন বায়ু নিয়ন্ত্রণ) ব্যবহার করে তার দাওয়াতের প্রচার ও প্রসার করতেন।
- **সঠিক পথে আহ্বান:** তিনি তাঁর বিশাল রাজ্য, সৈন্যবাহিনী এবং জীন ও পশুদের উপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবহার করে মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করতেন।
- **ন্যায়পরায়ণতা:** তিনি তার শাসনকার্যে ন্যায়পরায়ণতা বজায় রেখেছিলেন।

৩'৩:-হযরত মুসা (আ) এর দাওয়াত

হযরত মুসা (আ)-এর দাওয়াতের মূল বিষয় ছিল তাওহীদ বা এক আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন এবং ফেরাউনের অত্যাচার থেকে ইসরাইলীয়দের মুক্তি। আল্লাহ তাআলা তাকে ফেরাউনের কাছে পাঠিয়েছিলেন একত্ববাদের দাওয়াত দিতে, কারণ ফেরাউন সীমা লঙ্ঘন করেছিল। মুসা (আ) এই দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য এবং ফেরাউনের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেতে আল্লাহ কাছে দোয়া করেছিলেন।

দাওয়াতের মূল বিষয়বস্তু

- **তাওহীদ:** সকল নবী-রাসুলের দাওয়াতের মূল উদ্দেশ্য ছিল তাওহীদ, অর্থাৎ এক আল্লাহর ইবাদত করা এবং তাগুতের (শয়তান বা সীমালঙ্ঘনকারী) পথ বর্জন করা। মুসা (আ)-এর দাওয়াতও এর ব্যতিক্রম ছিল না।
- **ফেরাউনের বিরোধিতা:** ফেরাউন কর্তৃক সীমালঙ্ঘন ও অত্যাচার করার কারণে মুসা (আ)-কে ফেরাউনের কাছে পাঠানো হয়েছিল। তাকে ফেরাউনের কাছে দাওয়াত পৌঁছানোর এবং তার সীমা লঙ্ঘন করার ব্যাপারে সতর্ক করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

দাওয়াতের পদ্ধতি ও সংগ্রাম

- **নয়টি নিদর্শন:** আল্লাহ তাআলা মুসা (আ)-কে নয়টি মোজেজা (নিদর্শন) দিয়েছিলেন, যার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল তার লাঠিকে সাপে রূপান্তরিত করা এবং সাগরের মধ্যে দিয়ে রাস্তা তৈরি করা।
- **যাদুকরদের বিরুদ্ধে বিজয়:** ফেরাউনের যাদুকরদের বিরুদ্ধে মুসা (আ)-এর বিজয় প্রমাণ করে যে, আল্লাহর শক্তিই সবচেয়ে বড়।
- **ঐশ্বরিক ভাষা:** মুসা (আ)-এর দাওয়াতের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল তার বিশুদ্ধ ভাষা ব্যবহার করা, যা আল্লাহ প্রদত্ত একটি বিশেষ যোগ্যতা ছিল। তিনি আল্লাহকে তাঁর জিহ্বার জড়তা দূর করার জন্য এবং ভাষা সহজ করার জন্য দোয়া করেছিলেন।

দাওয়াতের ফল ও দোয়া

- **ইসরাইলীয়দের মুক্তি:** মুসা (আ)-এর দাওয়াত ও সংগ্রামের ফলে আল্লাহ ফেরাউনের হাত থেকে ইসরাইলীয়দের মুক্তি দেন।
- **দাওয়াত সহজ করার দোয়া:** দাওয়াত সহজ করার জন্য এবং তাফসির অনুযায়ী নিজের জিহ্বার জড়তা দূর করার জন্য মুসা (আ) আল্লাহ কাছে দোয়া করেছিলেন।
- **জীবিকার জন্য দোয়া:** তিনি জীবিকা ও অন্যান্য অনুগ্রহের জন্য আল্লাহ কাছে দোয়া করেছিলেন, যা প্রমাণ করে যে একজন নবীও আল্লাহ কাছে সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল ছিলেন।

৩'৪:- হযরত নূহ (আ) এর দাওয়াত

হযরত নূহ (আ.)-এর দাওয়াত ছিল একত্ববাদ (তাওহিদ) প্রচার এবং মূর্তি পূজা ত্যাগ করে আল্লাহর এক ইবাদতের দিকে মানুষকে আহ্বান করা। তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে আল্লাহর প্রতি ভয়, তাঁর আনুগত্য এবং পাপ মোচনের জন্য দাওয়াত দিয়েছিলেন, যার জন্য আল্লাহ তায়ালা তাকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিতেন। তিনি দীর্ঘ ৯৫০ বছর ধরে এই দাওয়াত দেন, কিন্তু খুব অল্প সংখ্যক মানুষ ঈমান আনে।

দাওয়াতের মূল বিষয়বস্তু

- একত্ববাদ: আল্লাহর একত্ববাদ এবং একমাত্র তাঁর ইবাদতের দিকে আহ্বান করা।
- আফিম ও সতর্কতা: মূর্তি পূজা বর্জন করতে এবং আল্লাহর কাছে আনুগত্য স্বীকার করতে সতর্ক করা।
- পাপ মোচন: আল্লাহর কাছে তওবা করলে পাপ মোচনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া।
- দীর্ঘ ও নিরলস প্রচেষ্টা: তিনি তার সম্প্রদায়কে ঈমান আনার জন্য বহু বছর ধরে দাওয়াত দিয়েছিলেন।

•

দাওয়াতের ফলাফল

- অল্প সংখ্যক অনুসারী: তার দীর্ঘ দাওয়াতের পরও খুব কম সংখ্যক মানুষ ঈমান এনেছিল।
- ঐতিহাসিক মহাপ্লাবন: অবাধ্যতার কারণে তার সম্প্রদায়ের উপর আল্লাহর আজাব নেমে আসে, যা মহাপ্লাবনের মাধ্যমে সংঘটিত হয়।

৩'৪:-হযরত লুথ (আ) এর দাওয়াত

হযরত লুত (আঃ)-এর দাওয়াত ছিল তার কওমকে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করার এবং সমকামিতার মতো জঘন্য পাপ থেকে ফিরে আসার আহ্বান জানানো। তার কওম উন্নত জীবনযাপন করলেও আল্লাহর ইবাদত ত্যাগ করে এবং এক অদ্ভুত ও জঘন্য পাপে লিপ্ত হয়, যার কারণে লুত (আঃ) তাদের প্রতি আল্লাহর গজবের ভয় দেখান। কিন্তু তারা

তা প্রত্যাখ্যান করে এবং লুত (আঃ)-এর উপর চাপ সৃষ্টি করে শহর থেকে বের করে দিতে।

দাওয়াতের মূল বিষয়বস্তু:

- **আল্লাহর একত্ববাদ:** হযরত লুত (আঃ) তার কওমকে শিরক ও কুফরের পথ ছেড়ে দিয়ে একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান জানান।
- **অশ্লীলতা থেকে নিষেধ:** তার দাওয়াতের একটি প্রধান দিক ছিল সমকামিতা ও অন্যান্য নোংরা কাজ থেকে তাদের বিরত থাকার জন্য জোর দেওয়া।
- **অন্যায় ও অনাচার বন্ধ করা:** তিনি তাদের অন্যায় ও দুষ্কর্ম ত্যাগ করে সঠিক পথে ফিরে আসার জন্য উপদেশ দেন।

দাওয়াতের প্রতি কওমের প্রতিক্রিয়া:

- **হঠকারিতা ও ঔদ্ধত্য:** তার কওম এতই হঠকারী ছিল যে তারা লুত (আঃ)-এর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে এবং তাকে বলত, "তুমি যে গজবের ভয় দেখাচ্ছ, তা নিয়ে এসো দেখি"।
- **অপ্রীতিকর আহ্বান:** তারা লুত (আঃ)-এর উপর চাপ সৃষ্টি করে এবং বলে যে তাকে ও তার অনুসারীদের শহর থেকে বের করে দিতে হবে, কারণ তারা "এমন এক সম্প্রদায় যারা নিজেদেরকে পবিত্র রাখে"।
- **ঐক্যবদ্ধভাবে প্রত্যাখ্যান:** তারা সম্মিলিতভাবে তার দাওয়াতকে উপেক্ষা করে, যার ফলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের উপর গজব নেমে আসে।

৩'৫:- হযরত সালেহ (আঃ) এর দাওয়াত

হযরত সালেহ (আঃ)-এর দাওয়াত ছিল তাঁর সম্প্রদায়, সামুদ জাতি-কে এক আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানানো। তিনি তাদের মূর্তিপূজা ও শিরক ত্যাগ করে শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে বলেন। তাঁর প্রধান আহ্বান ছিল তাওহীদ বা একত্ববাদের দিকে, যেখানে তিনি তাঁদেরকে আল্লাহর প্রেরিত বিধান মেনে চলার প্রতিও আহ্বান করেন।

দাওয়াতের মূল বিষয়

- তাওহীদ-এর দাওয়াত: তিনি সামুদ জাতিকে মূর্তিপূজা ও শিরকies ত্যাগ করে এক আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করতে বলেন।
- আল্লাহর ইবাদত: তিনি তাঁদেরকে শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদত করার নির্দেশ দেন।
- প্রেরিত বিধান অনুসরণ: তিনি তাঁদেরকে আল্লাহর প্রেরিত বিধানসমূহ অনুসরণ করার আহ্বান জানান।
- জ্ঞান ও বিজ্ঞতার ব্যবহার: সামুদ জাতি ছিল অট্টালিকা নির্মাণ ও পাহাড় কেটে ঘর তৈরিতে পারদর্শী, কিন্তু তারা তা আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে ব্যবহার করত। সালেহ (আ.) তাদের এই জ্ঞান ও সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যবহার করার প্রতি আহ্বান জানান।
- নবী হিসেবে প্রমাণ: তিনি তাঁর দাওয়াতের সত্যতা প্রমাণের জন্য একটি অলৌকিক নিদর্শনের (একটি উষ্ট্রী) মাধ্যমে আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত নবী হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করেন।

দাওয়াতের প্রতিক্রিয়া

- নেতৃত্বের বিরোধিতা: সামুদ জাতির শক্তিশালী ও নেতৃস্থানীয় লোকেরা সালেহ (আ.)-এর দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে।
- দাওয়াতকে চ্যালেঞ্জ: তারা সালেহ (আ.)-কে একটি অলৌকিক নিদর্শন দেখাতে বলে এবং পরবর্তীতে উটটিকে হত্যা করে আল্লাহর আজাবকে চ্যালেঞ্জ করে।
- আযাবের ভবিষ্যদ্বাণী: তাঁদের এই ঔদ্ধত্যের কারণে সালেহ (আ.) তাঁদের উপর আল্লাহর আজাব নেমে আসার ভবিষ্যদ্বাণী করেন।

দাওয়াতের ফলাফল

- সামুদ জাতির অধিকাংশ মানুষ সালেহ (আ.)-এর দাওয়াত গ্রহণ করেনি, বরং তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে।
- তাদের অবাধ্যতার কারণে আল্লাহর আজাব তাদের উপর নেমে আসে এবং তারা ধ্বংস হয়ে যায়।

হযরত শো'আয়েব (আঃ)-এর দাওয়াত ছিল প্রধানত দুই ধরনের: প্রথমত, তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে এক আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপনের এবং মূর্তিপূজা ত্যাগের আহ্বান জানান। দ্বিতীয়ত, তিনি তাদের ব্যবসায়িক অসততা, ওজনে কম দেওয়া এবং লুটতরাজ ও ডাকাতির মতো অপরাধমূলক কাজ বন্ধ করার জন্য নিরুৎসাহিত করেন, কারণ তারা এসব কাজে লিপ্ত ছিল। তাঁর দাওয়াতের মূল উদ্দেশ্য ছিল এক আল্লাহর উপাসনা, সঠিক পথে জীবনযাপন এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা।

- **একত্ববাদের দাওয়াত:** তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই বলে বিশ্বাস করতে এবং শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে আহ্বান জানান।
- **অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার:** তিনি ওজনে কম দেওয়া ও ওজনে চুরি করা থেকে বিরত থাকতে বলেন। এটি ছিল মাদইয়ানবাসীদের একটি সাধারণ অভ্যাস ছিল বলে উল্লেখ আছে।
- **অসৎ কাজ বর্জন:** তিনি ডাকাতি, ছিনতাই, লুটতরাজ এবং অন্যান্য অন্যায় ও বিশৃঙ্খল কাজ থেকে তাদের বিরত থাকতে বলেন।
- **তাওবা ও ক্ষমার আহ্বান:** তিনি তাদের নিজেদের কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে এবং আল্লাহর কাছে তাওবা করতে উৎসাহিত করেন।

অধ্যায়-৪ হযরত মুহাম্মদ সাঃ এর দাওয়াত

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর দাওয়াত ছিল মূলত এক আল্লাহর প্রতি আহ্বান, যেখানে তিনি মানুষকে আল্লাহর ইবাদত করতে এবং একমাত্র তাঁরই উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে বলেন। এই দাওয়াতের মূল উদ্দেশ্য ছিল কুরআনের বাণী ও মুহাম্মদের (সা.) সুন্নাহর মাধ্যমে মানবজাতিকে আল্লাহর পথে পরিচালিত করা এবং একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠা করা। তাঁর দাওয়াত পদ্ধতি ছিল সুনির্দিষ্ট এবং তিনি একদিকে যেমন গোপনে দাওয়াত শুরু করেন, তেমনিই পরে প্রকাশ্যভাবেও এই আহ্বান জানান।

দাওয়াতের মূল বিষয়বস্তু

- **একত্ববাদ:** তিনি মানুষকে সব মিথ্যা উপাস্য পরিত্যাগ করে শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদত করার আহ্বান জানান, যা দাওয়াতের মূল ভিত্তি ছিল।
- **কুরআন ও সুন্নাহ:** এই দাওয়াত কুরআন ও তাঁর (সা.) সুন্নাহর মাধ্যমে পরিচালিত হতো, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত বার্তা।
- **আল্লাহর প্রতি আহ্বান:** এই দাওয়াতের মূল উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে সরাসরি আল্লাহর দিকে আহ্বান করা এবং তাঁরই প্রতি মনোনিবেশ করানো।

দাওয়াতের পদ্ধতি

- **গোপন ও প্রকাশ্য দাওয়াত:** তিনি প্রথমে গোপনে দাওয়াত শুরু করেন এবং পরে তা প্রকাশ্যভাবে সকলের কাছে পৌঁছান।
- **সকলের জন্য দাওয়াত:** তাঁর দাওয়াত শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কোনো গোষ্ঠীর জন্য ছিল না, বরং তিনি সকল মানবজাতির প্রতি আল্লাহর রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন।
- **পদ্ধতিগত শিক্ষা:** তিনি মানুষকে পথ দেখানোর জন্য আল্লাহর দেওয়া বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহার করতে উৎসাহিত করেন এবং আল্লাহর পথে পরিচালিত করতে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেন।

- **কুরআনের প্রচার:** পরবর্তীতে তাঁর অনুসারীরাও এই দাওয়াত অব্যাহত রাখেন এবং কুরআনের বার্তা পৌঁছে দিতে সাহায্য করেন।

৪'১:-হিজরতের পূর্ববর্তীকালীন দাওয়াত

হিজরতের পূর্ববর্তী সময়ে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর দাওয়াত ছিল মূলত গোপন এবং প্রকাশ্য দুই ধারায়। প্রথমে তিনি ব্যক্তিগতভাবে এবং গোপনে ইসলাম প্রচার শুরু করেন। পরে তিনি বিভিন্ন গোত্রের কাছে গোপনে ইসলাম প্রচার করেন এবং মদিনার দুটি প্রধান গোত্র আউস ও খাজরাজ-এর প্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে মদিনায় হিজরতের পথ সুগম করেন। এই সময়ে তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রথম ওহী লাভ করেন এবং তাঁর ৪০ বছর বয়সে নবুয়ত লাভ করেন।

দাওয়াতের প্রধান দিকসমূহ:

- **গোপন দাওয়াত (৬১০-৬১৩ খ্রিস্টাব্দ):**

- নবুয়ত লাভের পর হযরত মুহাম্মদ (সা.) প্রাথমিকভাবে গোপনে ইসলাম প্রচার শুরু করেন।
- তিনি তাঁর পরিবারের সদস্য এবং কাছের বন্ধুদের মধ্যে প্রথম ইসলাম প্রচার করেন।
- রাসুলুল্লাহ (সা.) এর এই গোপন প্রচার ছিল অত্যন্ত সতর্ক এবং সাবধানতার সাথে পরিচালিত।

- **প্রকাশ্য দাওয়াত ও মক্কার জনগণের বিরোধিতা (৬১৩-৬২২ খ্রিস্টাব্দ):**

- কিছুদিন পর যখন আল্লাহ তা'আলার অনুমতি পান, তখন তিনি প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার শুরু করেন।
- এর ফলে মক্কার কুরাইশ নেতারা তাঁর বিরোধিতা শুরু করেন এবং তাঁর উপর ও তাঁর অনুসারীদের উপর নির্যাতন শুরু করেন।

- ০ তা সত্ত্বেও, তিনি মক্কার বিভিন্ন স্থানে ও জনসমক্ষে ইসলাম প্রচার করতে থাকেন।

• আকাবার শপথ (৬২২ খ্রিস্টাব্দ):

- ০ হিজরতের আগে মক্কার বাইরে থেকে আগত মদিনার আউস ও খাজরাজ গোত্রের প্রতিনিধিরা হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর হাতে বায়াত বা আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন।
- ০ এই শপথ গ্রহণের পর মদিনায় ইসলামের প্রচার ও প্রসারের পথ আরও সুগম হয়।
- ০ এই সময়ে হযরত মুসআব (রা.) কে মদিনায় ইসলাম প্রচারের জন্য পাঠানো হয়।

• হিজরতের সিদ্ধান্ত:

- ০ মক্কার পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপ হতে থাকে এবং মদিনার আউস ও খাজরাজ গোত্রের প্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাৎকারের পর হযরত মুহাম্মদ (সা.) মদিনায় হিজরতের সিদ্ধান্ত নেন।
- ০ আব্বাহর পক্ষ থেকে তাঁকে হিজরতের আদেশ দেওয়া হয়।
- ০ হিজরতের পর হযরত মুহাম্মদ (সা.) মদিনা থেকে ইসলামের দাওয়াত এবং ইসলামের প্রচারের জন্য একটি নতুন কেন্দ্র স্থাপন করেন।

৪'২:-হিজরতের পরবর্তীকালীন দাওয়াত

হিজরতের পর হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দাওয়াত মদিনা কেন্দ্রিক হয়ে যায়, যেখানে তিনি একটি নতুন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর প্রধান কাজগুলো ছিল: মদিনার সংবিধান প্রণয়ন, যা মুসলিম সম্প্রদায়কে একটি রাজনৈতিক সত্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। তিনি মদিনায় বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে শান্তি ও ঐক্য স্থাপন করেন এবং ‘মসজিদে নববী’ নির্মাণ করে ইসলামি কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলেন।

দাওয়াতের প্রধান দিকসমূহ:

- **মদিনার সংবিধান:** হযরত মুহাম্মদ (সা.) মদিনার বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে একটি চুক্তি বা সংবিধান প্রণয়ন করেন, যা ছিল একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো। এটি ছিল মুসলিমদের একটি সংগঠিত সম্প্রদায় হিসেবে প্রথম পরিচয়।
- **মসজিদ নির্মাণ:** তিনি মদিনায় 'মসজিদে নববী' নির্মাণ করেন, যা মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক কার্যকলাপের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়।
- **ভাই-বোনের সম্পর্ক:** হিজরতে আসা মুসলিম ও মদিনার আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক গড়ে তোলেন, যা ইসলামী সমাজের ভিত্তি স্থাপন করে।
- **সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব:** মদিনাকে কেন্দ্র করে তিনি ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং দাওয়াতকে আরও বিস্তৃত করার সুযোগ পান, যা মক্কার তুলনায় অনেক বেশি অনুকূল ছিল।
- **প্রতিরক্ষা ও সম্প্রসারণ:** মদিনা নগরী ও পারিপার্শ্বিক অঞ্চলের সুরক্ষার জন্য তিনি সামরিক কৌশল ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং ধীরে ধীরে ইসলাম মদিনা থেকে অন্যান্য অঞ্চলে প্রসার লাভ করে।

৪^১ত:-বিদায় হজ্জের দাওয়াত সম্পর্কে হযরত মুহাম্মদ সাঃ এর নির্দেশনা।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বিদায় হজ্জের ভাষণে তিনি তাঁর উম্মতদেরকে ইসলাম ও আল্লাহর কিতাবকে (কুরআন) দৃঢ়ভাবে ধারণ করার নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে স্বীকৃতি দিতে এবং তাঁর (সাঃ)-এর নবুয়তের দায়িত্ব পালন করার সাক্ষ্য দিতে বলেছেন। এছাড়া, তিনি উম্মতদের জন্য ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে বলে ঘোষণা করেন এবং তাঁর (সাঃ)-এর নির্দেশিত পথে চলার উপর জোর দেন।

প্রধান নির্দেশনা

- **কুরআনকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা:** মুহাম্মদ (সাঃ) ঘোষণা করেন, "আমি তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব রেখে যাচ্ছি। যদি তোমরা এটিকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো, তবে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না"।
- **ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে গ্রহণ করা:** তিনি বলেন, "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের উপর আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে তোমাদের ধর্ম হিসেবে মনোনীত করলাম"।

- দায়িত্ব পালনের সাক্ষ্য: তিনি উম্মতদের কাছে জিজ্ঞাসা করেন, "পুনরুত্থান দিবসে তোমাদেরকে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে। বলো, তোমরা কী বলবে?" এবং সাহাবিরা উত্তর দেন, "আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনি বাণী পৌঁছে দিয়েছেন, নবুয়তের দায়িত্ব সম্পাদন করেছেন এবং খালেস পরামর্শ প্রদান করেছেন"।
- একত্ববাদ ও সার্বভৌমত্ব: দাওয়াতের মূল ভিত্তি ছিল আল্লাহর একত্ববাদকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং তাঁর সার্বভৌমত্ব ছাড়া অন্য কোনো সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করা।
- সৎ পরামর্শ ও ন্যায়পরায়ণতা: তিনি তাঁর উম্মতদেরকে সৎ পরামর্শ দিতে এবং ন্যায়পরায়ণ হতে নির্দেশনা দেন।

উপসংহার

নবীগণের দাওয়াতের উপসংহার হলো তাঁদের মূল লক্ষ্য ছিল এক আল্লাহর একত্ববাদ (তাওহিদ) প্রচার করা এবং মানবজাতিকে আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থা ও সঠিক পথ দেখানো। এই দাওয়াত ছিল মানবজাতির শান্তি ও মুক্তির জন্য, যা ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনে, যেমন পারস্পরিক শত্রুতা দূর করে ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ব তৈরি করা। নবী-রাসূলগণের মিশন ছিল মানবজাতিকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করা, যা আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতি এবং পরকালীন মুক্তির পথ খুলে দেয়।